দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

মসজিদ-ভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকের সম্মানী নিয়ে দুর্নীতি!

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জে শিক্ষা উপকরণ ছাড়াই চলছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গণশিক্ষা কার্যক্রম। এছাড়া মসজিদ ভিত্তিক গণশিক্ষা কেন্দ্রের নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মানী থেকেও টাকা আত্মসাতেরও অভিযোগ উঠেছে।

ছোট কাটাখালী কবরস্থান জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা বোরহান উদ্দিন জানান, তাকে বেতনের এক হাজার টাকা জমা দিতে বাধ্য করা হয়। তিনি টাকা জমা করেন ফাউন্ডেশনের এক সুপারভাইজারের কাছে। এভাবেই অন্য ইমামদের সামান্য সম্মানীর এই টাকা ঘুষ খোরদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, শিক্ষকের বেতনের টাকা নেয়ার জন্য কত কৌশল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ হওয়া শিক্ষা উপকরণ দেয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো মাথা ব্যথা নেই।

কাটাখালী বাজার জামে মসজিদের শিক্ষক কাজী হাবিব জানান, মাসিক বেতনের ২৩শ টাকার সম্মানীর মধ্য থেকে এক হাজার টাকা দাবি করছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্তা ব্যক্তিরা। এই টাকা জমা না দেয়ার কারণে প্রবল চাপ দিচ্ছে। সদর উপজেলা গণশিক্ষা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মো. আব্দুস সালাম জানান, তার আওতায় থাকা আটটি নতুন মসজিদের গণশিক্ষা কেন্দ্র থেকে তার মাধ্যমে এক হাজার টাকা করে আদায় করা হয়। পরে ওই টাকা ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালকের কাছে জমা করেছেন।

তিনি জানান, মদিনা বাজার জামে মসজিদ, উত্তর মহাখালী নবাব আলী ছৈয়াল বাড়ি জামে মসজিদ, উত্তর মহাকালী মোল্লাবাড়ি জামে মসজিদ, কেওয়ার হাওলাদার বাড়ি জামে মসজিদ, রামশিং খানবাড়ি জামে মসজিদ, মোল্লকান্দি মহেষপুর পাঁচআনী জামে মসজিদ, রামপাল বড় দেওয়ানবাড়ি জামে মসজিদ ও মাকহাটি জামে মসজিদ কেন্দ্রে শিক্ষকদের কাছ থেকে এই টাকা উত্তোলন করা হয়। মুন্সীগঞ্জ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক (ডিডি) মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিক্ষকদের কোনো সম্মানী আত্মসাৎ করা হয়নি। এছাড়া শিক্ষা উপকরণ ঢাকা থেকে কিনে দেয়া হয়।